হাওড়া শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণের দাবিতে

আজ থেকে তিনদিনব্যাপী ডি এম বাংলোর সামনে অবস্থান

সংবাদদাতা : সরকারি খাস জমিতে শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণের দাবিতে শ্রমজীবী হাসপাতাল সহায়ক মঞ্চ আগামী ২০, ২১, ২২ মার্চ ডি এম বাংলোর সন্নিকটে অবস্থান আন্দোলন করবে। ইতিমধ্যেই চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও সামাজিক বহু সংগঠনের সদস্যরা গত দশদিন ধরে বসে আছেন পথে। কোনো ব্যাক্তিগত দাবি আদায়ে নয়। জনস্বার্থে বন্ধ কারখানার সরকারী খাস জমিতে একটা তিনশো বেডের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে। সারাদিন ধরেই মঞ্চ থেকে নানান গুণীজন বক্তব্য রাখছেন। শিল্পীরা গান গাইছেন গলা ছেড়ে। তার মধ্যেই অবস্থানের অষ্টম দিনে ইন্দো-জাপান কারখানার শ্রমিক ও শ্রমজীবী পরিবারের সদস্য বছর ছেষট্টির বলদেব চৌধুরী (হীরা), আন্দোলনের অবস্থান মঞ্চের অদূরে আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। যিনি ছিলেন হাসপাতালের সকল লড়াইয়ের অকৃত্রিম সাথী। সরকারি খাস জমিতে শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণের দাবিতে লাগাতার অবস্থান করছিলেন। শহিদ সম্মানে শ্রমজীবী হাসপাতাল সহযোগী মঞ্চ অবস্থান মঞ্চে মাইক বন্ধ রাখে। কালো ব্যাজ পরে ধিক্কার জানায় সরকারি উদাসীনতাকে। কিন্তু অবস্থানের প্রথম দিন ভূমি দপ্তরের একজন আধিকারিক এসে দাবিদাওয়া শুনে গেলেও, তারপর থেকে সরকার নীরব। তাই বাধ্য হয়ে শ্রমজীবী হাসপাতাল সহায়ক মঞ্চ আগামী ২০, ২১, ২২ মার্চ সকাল ১১টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হাওড়া ময়দানে ডি এম বাংলোর সন্নিকটে অবস্থান আন্দোলন করবে। ইতিমধ্যে ঐ অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন হাওড়া কোর্টের বহু আইনজীবী ও হাওড়া শহরের বহু গুণীজন।

কালান্তর, ২০ মার্চ ২০২৪

এবার অবস্থান

এই সময়, বালি: চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও সামাজিক বহু সংগঠনের সদস্যরা গত দশদিন ধর্নায় বসে। এ বার শ্রমজীবী হাসপাতাল সহায়ক মঞ্চ আগামী ২০, ২১ ও ২২ মার্চ সকাল ১১টা থেকে পাঁচটা হাওড়া ময়দানে ডিএম বাংলোর কাছে অবস্থান আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গিয়েছে, হাওড়া আদালতের আইনজীবী ও হাওড়া শহরের বহু গুণীজন ধর্নায় যোগ দিতে পারেন।

এই সময়, ২০ মার্চ ২০২৪

সরঞ্জাম পেল শ্রমজীবী হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া: স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে তৈরি হরিপাল শ্রমজীবী হাসপাতালে এবার থেকে অস্ত্রোপচার হবে। হাসপাতাল গড়ার সময়েই অপারেশন থিয়েটার তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নাগরিক উদ্যোগের হাসপাতালে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছিল না। মঙ্গলবার স্থানীয় একটি কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের সামাজিক দায়িত্বপালন কর্মসূচির আওতায় ওই সরঞ্জাম কিনে দেন। শ্রমজীবী হাসপাতাল পরিচালন সমিতির অন্যতম কর্তা গৌতম সরকার বলেন, প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত উপকরণই আমরা পেয়েছি। তাতে গ্রামীণ মানুষ দ্রুত শল্য চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। প্রায় পৌনে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের সরঞ্জাম আমরা পেয়েছি। সিপাহিগাছার ওই কারখানার প্রতিনিধি অপূর্ব মল্লিক বলেন, বাসিন্দারা উদ্যোগ নিয়ে হাসপাতাল গড়ে একটি নজির স্থাপন করেছিল। আমরা সেটিকেই একটু উন্নত করতে চেয়েছি মাত্র।

বর্তমান, ২০ মার্চ ২০২৪

শ্রমজীবীতে অস্ত্রোপচারের যন্ত্র দিল রঙের কারখানা

নিজস্ব সংবাদদাতা

হরিপাল

সাধারণ মানুষের অর্থ এবং শ্রমে হরিপালের দলপতিপুরের পাঁচগাছিয়া গ্রামে বছরখানেক আগে গড়ে উঠেছে শ্রমজীবী হাসপাতাল। রোগী ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুধু নয়, কয়েক মাস আগে অস্ত্রোপচারও শুরু হয়েছে। তবে এত দিন কৃষিনির্ভর প্রত্যন্ত এলাকার এই প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছিল না। শ্রীরামপুর শ্রমজীবী থেকে যন্ত্রপাতি এনে সপ্তাহে এক দিন অস্ত্রোপচার হত। এ বার সেই সমস্যা মিটল। অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিল স্থানীয় সিপাইগাছি গ্রামের একটি রং প্রস্তুত কারখানা।

ওই সব সরঞ্জাম মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে দেওয়া হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে। হাসপাতালের সম্পাদক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় জানান, ওই কারখানার দেওয়া সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে অস্থি সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারের টেবিল (অর্থোপেডিক অপারেশন টেবিল), অপারেশন থিয়েটারের জন্য নির্দিষ্ট আলো, অস্ত্রোপচারের সময়ে রোগীর শরীরের বিভিন্ন স্থিতি দেখা যায়